দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 APR 2007

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিদেশ যাত্রার ওপর বিধি জারি

সহযোগী অধ্যাপকের উপরস্থদের প্রধান উপদেষ্টার অনুমতি নিতে হবে : শিক্ষকদের ছুটি প্রদানে ভিসির ক্ষমতা হ্রাস : এ বিধিকে শিক্ষকরা 'কালাকানুন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন

শাহজাহান শুভ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিদেশ গমনের ওপর নতুন বিধি জারি করেছে সরকার। শিক্ষকদের বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে ভিসিদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে নতুন এ বিধিতে। পূর্বে শিক্ষকদের বিদেশ গমনের জন্য ভিসির অনুমতি যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতো। নতুন বিধিতে সহযোগী অধ্যাপক থেকে উপরস্থদের জন্য প্রধান উপদেষ্টার অনুমতির প্রয়োজন হবে। শুধু প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে ভিসি অনুমতি দিতে পারবেন। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। সরকারের নতুন এ বিধিকে আইয়ুব সরকারের 'কালাকানুন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন শিক্ষকরা। তারা বলেছেন, এ বিধির মাধ্যমে শিক্ষকদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেবে। দেশে বর্তমানে ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। যে কোন কাজে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এসব বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি স্বায়ত্তশাসনের নামে স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতিসহ সকল কার্যক্রমের তদন্ত করছে। তদন্তে দু'একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়সম দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। এরপর শিক্ষাঋণ ও শিক্ষাছুটি বিধি লঙ্ঘন করে বিদেশে অবস্থানকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উচ্চতর গবেষণা, সভা-সেমিনার ও সম্মেলনে যোগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রায়শই বিদেশ গমন করতে হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অনুমতিই এতদিন যথেষ্ট ছিল। ভিসির

পৃঃ৮-ক ৬

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিদেশ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

একক সিদ্ধান্তে শিক্ষকরা সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য বিদেশ গমন করতে পারতেন। তিন মাসের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য বিদেশ গমনের জন্য সিন্ডিকেট কমিটি'র মতামত প্রয়োজন হতো। সম্প্রতি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশ গমনের ওপর নতুন বিধি আরোপ করেছে। আরোপিত বিধিতে বলা হয়েছে, সহযোগী অধ্যাপকের উপরস্থ কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে প্রধান উপদেষ্টা তথা সরকার প্রধানের অনুমতি নিতে হবে। সরকারের আদেশ অনুযায়ী ১৫ হাজার ও তদনিম্ন কর্মকর্তাদের বিদেশ গমনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান অনুমতি দিতে পারবেন। তবে এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। গত ৪ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে এ আদেশ জারি করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়-২) আনোয়ারা বেগম স্বাক্ষরিত এক পত্রে দেশের ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে এ আদেশ দেয়া হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কি কারণে এ বিধি আরো করা হয়েছে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে শিক্ষকদের অবাধে বিদেশ গমন, ছুটিতে বিদেশ গিয়ে না ফেরা বা দেরিতে ফেরা, শিক্ষাঋণ ও শিক্ষাবিধি লঙ্ঘন ঠেকাতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, দেশের ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দুই হাজার শিক্ষক বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। এদের মধ্যে বিধি লঙ্ঘন করে অনুমতি ছাড়া দেশের বাইরে রয়েছেন কয়েকশ' শিক্ষক। সম্প্রতি শিক্ষাঋণ ও শিক্ষাছুটি বিধি লংঘনের দায়ে দেশের দশটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪৮ জন শিক্ষককে তালিকাভুক্ত করেছে স্থানীয় রাজস্ব অধিদপ্তর। জানা গেছে, এসব শিক্ষকের অনেকের নথিপত্র পর্যন্ত উদ্ঘাটন করতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিছু শিক্ষক বিগত ৩৪ বছর পর্যন্ত বিদেশে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। এসব শিক্ষক শুধু শিক্ষাছুটি বিধি লংঘন করে তারা শুধু বিদেশে অবস্থানই করছেন না, উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেয়া ধার এবং আনুষঙ্গিক পাওনাও ফেরত দেননি। তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৯ শিক্ষকের নাম রয়েছে। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৪৭৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩৯৩ জনই ছুটিতে রয়েছেন। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ জন, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ১৩৮ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৪ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৬ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৬ জন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ জন, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬ জন, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৭ জন, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ জন শিক্ষক দেশের বাইরে রয়েছেন।

শিক্ষকদের বিদেশ গমনের ওপর আরোপিত বিধির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন শিক্ষক সরকারের এ বিধিকে আইয়ুব সরকারের 'কালাকানুন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইন রয়েছে। সরকারী কলেজের মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর কর্তৃত্ব খাটানো উচিত নয়। এ বিধির মাধ্যমে শিক্ষকদের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল (রোববার) এক জরুরি সভায় অবিলম্বে এ বিধি বাতিলের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।